

## ভোরের কাগজ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ...

কলাম ...

## গণনকল : শিক্ষামন্ত্রী-শিক্ষক পরস্পরকে দায় চাপাচ্ছে

## নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোতে বিডিআর মোতায়েন করা হবে

মানস ঘোষ : এসএসসি পরীক্ষার শুরু দিই দেশের কোথাও বড়ো ধরনের গোলযোগ-হাঙ্গামা না হলেও নকলের ব্যাপকতায় সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ উদ্বেগে। তারা বলছেন, নকলবিরোধী নজিরবিহীন প্রচারণায় এবার গণসচেতনতা তৈরি হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা ছিল শক্ত। কিন্তু শিক্ষকদের দুর্বলতার কারণে নকল ঠেকানো সম্ভব হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী এ জন্য শিক্ষকদের দায়ী করেছেন। অন্যদিকে শিক্ষকরা দোষ চাপিয়েছেন কর্তৃপক্ষকে।

এদিকে ভোরের কাগজসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে নকলের সরজমিন প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে কুমিল্লা, নোয়াখালী, নাটোর ও সিরাজগঞ্জের ১০টি কেন্দ্রে পরবর্তী পরীক্ষায় বিডিআর মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৬টি কেন্দ্রই কুমিল্লা জেলার।

এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় রেকর্ডসংখ্যক ২৫ জন শিক্ষকের বহিষ্কার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সারা দেশে পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বনে সহযোগী শিক্ষকদের এ সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে আরো বেশি। সামাজিক

লোকলজ্জার কারণে অনেক শিক্ষকই শেষ পর্যন্ত রেহাই পেয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ কে সাদেক ও গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমি এখনো বিচার প্রতিটি কেন্দ্রে সম্মিলিতভাবে শিক্ষকরা চাইলে নকল শতকরা নব্বই ভাগই যাবে।

মন্ত্রী তার বিবৃতিতে ছাত্রদের পরীক্ষায় ফুলের ও মদ্রাসার শিক্ষকদের বহিষ্কার হওয়ার ঘটনা জাতির জন্য লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেন। শিক্ষকরা নিজে নিজেদের বিবেকের কাছে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজবেন বলেন শিক্ষামন্ত্রী আশা করেন রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ নুরুল আলম গতকাল টেলিফোন সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে ভোরের কাগজকে বলেন, এসএসসি পরীক্ষার সার্বিক পরিস্থিতির এবার লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হ শিক্ষকদের হাত শুটিয়ে বসে থাকার কারণেই নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা সুযোগ পেয়ে রাজশাহী বোর্ডে শুরুর দিনে ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষায় মোট বহিষ্কার হয়েছে হাজার ১৪৮ জন ছাত্রছাত্রী। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, তার

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলা

## গণনকল : শিক্ষামন্ত্রী-শিক্ষক পরস্পরকে

প্রথম পাতার পর

কাছে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ৬৮ জন বহিষ্কার হয়েছে। শিক্ষকদের হাতে বাদবাকিরা বহিষ্কার হবে। ভিন্ন ভিজিলেন্স টিমের সদস্য এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে বোর্ড চেয়ারম্যান লেছেন, এতেই প্রমাণিত হয় শিক্ষকদের ভূমিকা কতো দুর্বল ছিল।

অন্যদিকে শিক্ষক-কর্মচারী একীভূতের গত বৃদ্ধির অনুষ্ঠিত এক সংকল্পের সদিচ্ছার অভাবেই পরীক্ষা দুর্নীতি ও নকলমুক্ত পরিবেশে হয়নি বলে মন্তব্য রয়েছে। মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ জোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক রীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশের জন্য কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদিচ্ছা, নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরারো বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়।

আমাদের কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান, ভোরের কাগজসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় নকল উৎসবের সরজমিন প্রতিবেদন ও ছবি প্রকাশের পর গতকাল কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান কুমিল্লা জেলা প্রশাসন ৬টি ও নোয়াখালীর ২টি মোট ৮টি নকলপ্রবণ কেন্দ্রে বিডিআর মোতায়েন করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

কেন্দ্রগুলো হচ্ছে কুমিল্লার লাকসাম নোয়াখালী ফয়জুল্লাহ সরকারি কলেজ কেন্দ্র (আবদুল্লাহ), গৌরীপুর সুবল আফতাব উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, দাউদকান্দি পাইলট হাই স্কুল কেন্দ্র, বড়িচং আনন্দ সরকারি পাইলট হাইস্কুল কেন্দ্র, চান্দিনা পাইলট হাইস্কুল ও নিমসার জুনাব আলী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি বদ্যায় কেন্দ্র ও ছাত্তারপাইয়া উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র।

কুমিল্লা ও নোয়াখালীর জেলা প্রশাসককে পৃথক দুটি পত্রে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর অরুণ কুমার ভট্টাচার্য এই অনুরোধ জানিয়েছেন। পত্রে উল্লেখ করা হয়, কুমিল্লা জেলা সদর ও কুমিল্লা সেনানিবাস কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল কেন্দ্রে ব্যাপক হারে নকল প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বোর্ডের ভিজিল্যান্স টিম ও গত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা

কেন্দ্রগুলোতে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত লোকের সমাগম, কেন্দ্রের চতুর্দিকে জারি ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে অব্যবহৃত লোকেরা কেন্দ্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পরীক্ষার পরিবেশ এবং আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে এবং পরীক্ষার্থীদের নকলে সহায়তা করে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের আগামী পরীক্ষাগুলোতে অব্যবহৃত লোকদের সমাবেশ ঠেকাতে পুলিশের পাশাপাশি বিডিআর মোতায়েন অনুরোধ জানিয়ে কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের সহায়তা চেয়েছেন।

রাজশাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল আলম জানিয়েছেন, বোর্ডের ও সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দে এবং নাটোর জেলার নলডাঙ্গায় পরবর্তী পরীক্ষা বিডিআর মোতায়েন থাকবে। প্রথম দিন এ দুটি কেন্দ্রে ব্যাপক নকল ও গোল

হয়ে। নবগঠিত সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এ টি এম সালেহ জহুর গত ভোরের কাগজকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, চার জেলা নিয়ে গঠিত এই এসএসসির প্রথম দিনের পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাপক আকারে কোথাও হয়নি। তবে তিনি বলেছেন, এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই। নকলবি প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণ সচেতন হলে তবেই নকলবাজদের ঠেকানো সম্ভব।

মদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আবু বকর সিদ্দীক প্রথম দিনের পরীক্ষা ও বলেছেন, মনে হচ্ছে নকলবিরোধী প্রচারণা এবার কার্যকর হয়েছে। এর ফলে সরবরাহকারীদের নৈতিক মনোবল কমেছে। হাঙ্গামা, গোলযোগ ও তাই কম হতে তিনি বলেছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে এবার রাজনৈতিক প্রভাবও কম ছিল।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এ টি এম শরীফউল্লাহ বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গতবারের তুলনায় এবার পরীক্ষা অনেক সুষ্ঠু হয়েছে বলে করেছেন। সারা দেশে সাড়ে ৭ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রমাণিত হয় ভিজিল্যান্স টিমের সদস্যরা এবার বেশি তৎপর ছিলেন।

এদিকে সাহসী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হাতে ছুরিকাহত ময়মনসিংহ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গভীর সহানুভূতি জানিয়ে মন্ত্রী গতকালই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে আহত ম্যাজিস্ট্রেটের চিকিৎসার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী পুলিশ বিভাগ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরও পরীক্ষার পরিবেশ রক্ষা নিজে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের অনুরোধ করেন এবং দায়িত্ব পালন করতে কোনো শিক্ষক বা অন্য কোনো কর্মকর্তা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলোকে তাদের পাশে আর্থিকভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন।

তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খারাপ কেন্দ্রগুলোসহ অন্যান্য দুর্নীতিগ্রস্ত কেন্দ্র বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর ভিজিল্যান্স টিমকে আহ্বান করে হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। একই সঙ্গে দেশের বেশির ভাগ জেলা কেন্দ্র

সংবাদ পরীক্ষার সময় প্রকাশিত হয়ে অনগ্রসর হয়ে করতে পারে তার